সম্পাদকীয় ভূমিকা

সবাইকে বাংলা নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই। সর্বজনকথা জার্নালের দ্বিতীয় সংখ্যা যখন প্রকাশিত হয়, তখন সারা দেশে রাজনৈতিক সহিংসতা চলছিল। একদিকে পেট্রোল বোমা, অন্যদিকে ক্রসফায়ার-গুম-গ্রেপ্তার বাণিজ্যে জনগণ দিশেহারা। নিহত হয়েছেন ১৩০ জনের বেশি। তৃতীয় সংখ্যা যখন প্রকাশিত হচ্ছে, তত দিনে ক্ষমতা নিয়ে রাজনৈতিক সহিংসতা কমেছে ঠিকই, কিন্তু সহিংসতার ওপরই যেহেতু এই সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত, সেহেতু জনগণের জীবনে অশান্তির উৎস দূর হয়নি।

এর মধ্যে বাংলা নতুন বছর ১৪২২ শুরু হয়েছে। পহেলা বৈশাখ বর্ষবরণের উৎসব হয়েছে সারা দেশে। যদিও এ কথা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা জোরদার যে এই উৎসব বাঙালিদের, প্রকৃতপক্ষে এটি দক্ষিণ এশিয়ার বহু জাতির উৎসব। বাংলাদেশের অন্যান্য জাতিও এ উৎসব পালন করে। এটি বস্তুত বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় উৎসব, যেখানে ধর্ম-জাতি-অঞ্চল-লিঙ্গ নির্বিশেষে মানুষ অংশ নিতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বৈসাবি উৎসব বিভিন্ন জাতির নববর্ষ বরণের বর্ণাঢ্য উৎসব। কিন্তু এবার সেখানে এই উৎসবের মিছিলেও বাধা দেওয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বর্ষবরণ উৎসবের মধ্যেই একাধিক স্থানে দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন বয়সের নারীর ওপর হিংস্র যৌন আক্রমণ করা হয়েছে। জনগণের টাকায় পুরো অঞ্চলে ১৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো আছে। তা থেকে পুলিশের সবই দেখা ও জানার কথা। তাদের অবস্থানও ছিল আশপাশেই। তারপরও অনেকক্ষণ ধরে এই হিংস্রতা চললেও পুলিশ তা প্রতিরোধের কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ছাত্র ইউনিয়নের কয়েকজন নেতা-কর্মী প্রতিরোধ তৈরি করতে গিয়ে আহত হয়েছেন। অপরাধীদের ধরে পুলিশের হাতে দেওয়ার পর পুলিশ তাদের ছেড়ে দিয়েছে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টরকে অনেকবার আহ্বান করা সত্ত্বেও এ বিষয়ে তিনি মনোযোগ দেননি। শিক্ষার্থীরা তাঁকে ডাকতে গিয়ে কম্পিউটারে গেম খেলায় ব্যস্ত দেখেছে। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের মতোই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টররাও যেন দুর্বৃত্তদের রক্ষার দায়িত্বেই নিয়োজিত। যৌন সহিংসতা নিয়ে প্রচলিত আইন ও আদালত প্রক্রিয়াও কিভাবে নারীর প্রতি সহিংস, তার বিশদ আলোচনা এই সংখ্যায় ফাতেমা সুলতানা শুভ্রার লেখা থেকে পাওয়া যাবে।

মে দিবসকে কেন্দ্র করে এই সংখ্যায় বিশেষভাবে বাংলাদেশের শ্রমিকদের জীবন ও লড়াই সম্পর্কিত লেখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশি। বাংলাদেশ প্রধানত মজুরের দেশ। কৃষি-শিল্পসহ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন খাত ও উপখাতে শ্রমিকদের সংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার বিপুল অধিকাংশ হলেও তাদের নিয়ে ধারাবাহিক গবেষণা খুবই কম, সরকারি দলিলপত্রে তাদের উপস্থিতি খুবই দুর্বল। বাংলাদেশে অর্থনীতির গতির মধ্যে শ্রেণির গঠন-ভাঙন হচ্ছে, আবার শ্রমিকশ্রেণির ভেতরেও আসছে নানা পরিবর্তন। এগুলো অব্যাহত অনুসন্ধানের বিষয়, যা আমরা করণীয় বলে মনে করি। এ সংখ্যায় তার কিছু তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়াও আমরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের ব্যক্তিজীবন তুলে আনার চেষ্টা করেছি। আছে মজুরি বিষয়ে পর্যালোচনা। এছাড়া মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধির তাড়নায় 'দুর্ঘটনা' নামে কত শ্রমিকের জীবননাশ হচ্ছে, তা নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ লেখা আছে। সর্বশেষ খবর হলো, সরকারি দলের নেতা ঝিলের জায়গা দখল করে কোনো রকমে ঘর তুলে নিয়মিত ভাড়া দিয়ে টাকা বানিয়েছেন। সেখানে দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করা মানুষেরা থাকতেন। বর্ষবরণ উৎসবের পরের দিন তাঁদের সেই ঘর দেবে যাওয়ায় শিশু-নারীসহ ১২ জন নিহত হয়েছেন।

এ সংখ্যায় আরো বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষা নিয়ে তথ্য ও বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ লেখাটি এ বিষয়ে অনেক মিথ্যা প্রচার ও বিভ্রান্তি বুঝতে পাঠকদের সাহায্য করবে। নদী ও সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে খনিজ সম্পদ নিয়ে সরকারের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চললেও সংবাদ মাধ্যমে বিষয়টি খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। এ বিষয়ে কল্লোল মোস্তফার লেখাটি লুণ্ঠন ও সম্পদ পাচারের এক নতুন এলাকা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবে। '৭২-এর সংবিধান নিয়ে ফিরোজ আহমেদের বিশ্লেষণে, যে দুর্বলতা-অসংগতি নিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল তার অনেক কিছু পরিষ্কার হবে। সংবিধান নিয়ে ভবিষ্যতে আমরা আরো লেখা প্রকাশ করতে চাই। সুন্দরবন নিয়ে আমাদের উদ্বেগ ক্রমশই বাড়ছে। দেশের ভেতরে ও বাইরে থেকে সুন্দরবন রক্ষার জন্য বার বার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও সরকার এনটিপিসি ও ওরিয়নের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রেখেছে। গত বছরের তেল বিপর্যয়ে সুন্দরবনের কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তা নিয়ে সর্বজনকথার দ্বিতীয় সংখ্যায় ডক্টর আবদুল্লাহ হারুণ চৌধুরীর গবেষণা প্রতিবেদন বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়েছিল। সরকার-ইউএনডিপির যৌথ সমীক্ষায় ক্ষতির পরিমাণ কম দেখাতে গিয়ে কী কী বিষয় আড়াল করেছে, তা এ দুই গবেষণা নিয়ে তানজীমউদ্দিন খানের তুলনামূলক পর্যালোচনায় বোঝা যাবে।

এ সংখ্যায় 'পাঠকের চিঠি' নামে আমরা একটি বিভাগ যোগ করছি। পাঠক সর্বজনকথায় প্রকাশিত বিভিন্ন লেখা নিয়ে মন্তব্য, পর্যালোচনা, সমালোচনা, ভিন্নমত, কিংবা কোনো বিষয়ে নিজের মতামত পাঠাতে পারেন। এই সংখ্যা প্রকাশের সময় ঢাকা ও চট্টগ্রামে মেয়র নির্বাচন শেষ হবে। নির্বাচন নিয়ে বিস্তৃত পর্যালোচনা আমরা আগামী সংখ্যায় প্রকাশের আশা রাখি।

১৬ এপ্রিল ২০১৫